তারিখ ....
পৃষ্ঠা ..৫.. 12 MAY 2010 কলাম ....

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ২৯ বৈশাখ ১৪১৭
Dhaka : Wednesday 12 May 2010

সম্পাদকীয়

এমপিওভুক্তির তালিকা পর্যালোচনার দায়িত্বে উপদেষ্টা

মন্ত্রী রাখার প্রয়োজনটা কোথায়?

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গত সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি এ নির্দেশ দেন। বৈঠকে মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীরা এমপিওর নতুন তালিকার বিপক্ষে অবস্থান নিলে প্রধানমন্ত্রী উল্লিখিত সিদ্ধান্ত নেন। প্রধানমন্ত্রী এমপিওর তালিকা থেকে অযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাদ দিয়ে নতুন তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়ে এক উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বৃহস্পতিবার রাতে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করে। আবেদনকারী ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তালিকায় স্থান পায়। এতসংখ্যক আবেদনের মধ্যে ১ হাজার প্রতিষ্ঠান বাছাই করা দুরূহ কাজ। এটা তো ঠিক যে, সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব-নয়। কাউকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রীর নয়ও। তার দায়িত্ব হচ্ছে, এমপিওভুক্তির নীতিমালা অনুসরণ করে যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা। দেখতে হবে, তিনি নীতিমালা মেনে কাজ করেছেন কি-না। তাতে কে সন্তুষ্ট হলো আর কে অসন্তুষ্ট হলো সেটি বিবেচ্য হতে পারে না। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে শতভাগ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম নীতিমালার ভিত্তিতে কাজটি সমাধা করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে রাজনৈতিক বিবেচনা কাম্য নয়। এমপি-মন্ত্রীদের কথায় মনে হচ্ছে, তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে পারেননি দেখেই গোসা হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন এমপিওভুক্ত হলো না, বিরোধীদলের নেতাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন এমপিওভুক্ত হলো– তারা এসব প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু নাম বা দল তো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার মাপকাঠি হতে পারে না।

এমপি-মন্ত্রীদের অযৌক্তিক অভিযোগ-আবদারের কারণেই এমপিওভুক্তির তালিকা পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। তার ওপর রিভিউ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এক উপদেষ্টাকে। নিয়ম অনুসরণ করে করা কোন তালিকা পর্যালোচনা করার এখতিয়ার উপদেষ্টার আছে কি-না সেটি একটা প্রশ্ন। উপদেষ্টা নির্বাহী বিভাগের কেউ নন, তিনি জননির্বাচিত প্রতিনিধিও নন, তার কাজেরও কোন জবাবদিহিতা নেই। শিক্ষামন্ত্রীর কাজের জবাবদিহিতা নিয়ম অনুযায়ী সংসদে হওয়াই উচিত। সেটি না করে উপদেষ্টাকে পর্যালোচনা করতে দেয়া মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়েই মন্ত্রীদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টারা। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সাবেক আমলা। যে কাজ মন্ত্রী বা জননির্বাচিত প্রতিনিধির করার কথা সে কাজ যদি সাবেক আমলা-উপদেষ্টা করেন তবে মন্ত্রী-এমপিদের থাকার প্রয়োজনটা কি? সরকার মন্ত্রী-এমপিদের বাদ দিয়ে সব কাজ উপদেষ্টাদের দিয়ে করালেই তো পারে। এমপিও তালিকায় হয়তো দু'একটা ভুল থাকতে পারে। তবে সেটি ঠিক করার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রীরই, কোন উপদেষ্টার নয়। শিক্ষামন্ত্রীর এ অবমাননা প্রাপ্য ছিল না। সরকারের উপদেষ্টাদের অপ্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব একটি নির্বাচিত সরকারের জন্য শুভ নয়। আখেরে এর কুফল ভোগ করতে হবে গণতন্ত্রকামী মানুষকেই।